157

ভোরের কাগজ

তারিখ 19 JAN 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

অভ্যন্তরীণ কোন্দল তিন খুনে আরো জটিল

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগ : ১৩ বছর সম্মেলন হয় না, ৮ বছর কমিটি

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের কোনো সম্মেলন হয় না। এতে বন্দরনগরে দেশের এই প্রধান ছাত্র সংগঠনটির ভিতরে ভীষণ বিশৃঙ্খলা, বিভিন্ন উপদল ও কর্মীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। বর্তমান মহানগর কমিটিও গঠিত হয়েছিল ৮ বছর আগে। অথচ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে ছাত্রদের শিক্ষাজীবন সাধারণভাবে ৬ বছর। আর ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে প্রতিবছর সম্মেলন ও কমিটি হওয়ার কথা আছে। অছাত্ররা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে বহাল আছে স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে এবং তা নিয়ে অন্তর্কোন্দল হয়।

ছাত্রলীগের ভিতরে উপদলীয় কোন্দল এখন আবার তীব্র হয়েছে। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ২৬ ডিসেম্বর চান্দগাঁও এলাকায় তিন ছাত্রলীগ নেতাকর্মীকে হত্যার পিছনে এনডিপি-শিবিরের ক্যাডাররা, নাকি তাদের সঙ্গে ছাত্রলীগেরই কেউ জড়িত- এই বিতর্কের মধ্য দিয়ে। ছাত্রলীগের এনাম, মনসুর ও শহীদের হত্যা সংক্রান্ত মামলায় আসামি হিসেবে সাবেক এনডিপি ও শিবিরের সন্ত্রাসী নাসির গ্রুপের ৫ জনের সঙ্গে ছাত্রলীগ জাতীয় পরিষদের সাবেক সদস্য আইউব আলীকে ৬ নম্বর আসামি বলে অভিযোগ করা হয় ছাত্রলীগের একাংশের পক্ষ থেকেই।

ঐ তিন খুন ও আইউবকে আসামি করার জের ধরে গত ৫ ও ১১ জানুয়ারি বন্দরনগরে ছাত্রলীগের দুই অংশের নেতারা সংবাদ সম্মেলনে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন। প্রথম সংবাদ সম্মেলনে নগরের ১৪টি কলেজের ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের পক্ষে সীমান্ত তালুকদার লিখিত বক্তব্যে আসামি তালিকা থেকে আইউবের নাম প্রত্যাহারের দাবি করেন। এরা অভিযোগ করেন যে দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের কোনো কমিটি না থাকার একটি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী নিজেদের ছাত্রলীগ নেতা পরিচয় দিয়ে পুলিশের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করছে।

১১ জানুয়ারি দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলনে হুমায়ুন কবির লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বলেন যে, চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের নতুন কমিটি না হওয়া পর্যন্ত আগের কমিটিই একমাত্র বৈধ এবং সেই কমিটির কর্মকর্তা বা সদস্যরা ছাড়া অন্য কেউ নগর ছাত্রলীগের নাম ব্যবহার করার অধিকার রাখে না। বক্তব্যে ৫ জানুয়ারির সংবাদ সম্মেলন আহ্বানকারীদের তিন খুনের সঙ্গে জড়িত বলে দায়ী করা হয়। দ্বিতীয় সংবাদ সম্মেলন আহ্বানকারীরা বর্তমান নগর আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল বলে জানান। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কে বি এম শাজাহান, শওকত হোসেন প্রমুখ।

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দল দীর্ঘদিনের ও বিভিন্ন গ্রুপবিন্যাস অত্যন্ত জটিল। অতীতে রক্তারক্তি ও খুনাখুনিও হয়েছে। গত ২ বছরে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে অন্তত ১৫ জন নেতাকর্মী খুন হয়। কিছুদিন আগে মহানগর ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপগুলোর মতবিরোধ মিটিয়ে একটি কমিটি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল অভিভাবক রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু তিন খুনের পর তাও ভেস্তে যেতে বসেছে। এ নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা উদ্বিগ্ন।

আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় যে, ১৩ বছর আগে ১৯৮৪ সালে মহানগর ছাত্রলীগের সর্বশেষ সম্মেলন হয়েছিল। এরপর ১৯৮৯ সালে সেই কমিটি ভেঙে সম্মেলন ছাড়াই একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এরপর আর কোনো সম্মেলন বা কমিটি গঠন হয়নি। '৮৯ সালে মফিজুর রহমানকে সভাপতি ও আবদুর রহিমকে সাধারণ সম্পাদক করে যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল তার বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগের আরেকটি অংশের সমর্থক গ্রুপ বলে পরিচিতরা পাল্টা একটি কমিটির ঘোষণা দেয়। সেই থেকে মহানগর ছাত্রলীগের নামে দুটি কমিটি কাজ চালিয়ে আসছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রথম কমিটির অনুসারীদের মধ্যেও বিভক্তি দেখা দেয় নেতৃত্ব নিয়ে। এদিকে, ছাত্রলীগের নামে যে ধরনের সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি চলছে চট্টগ্রামে, তার প্রতিবাদে বছরখানেক আগে থেকে মহিউদ্দিন চৌধুরী ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানগুলো বর্জন করে আসছেন।

বিভিন্ন নেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে যে, ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে বর্তমানে অন্তত ২০০ সশস্ত্র ক্যাডার রয়েছে। যে গ্রুপের ক্যাডার বেশি, অস্ত্র বেশি, তারাই রাজনীতিতে মূল ভূমিকা পালন করতে সক্রিয় রয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক আওয়ামী লীগের এক নেতা ভোরের কাগজকে জানান, ছাত্রলীগের এই অবস্থার জন্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের নেতারাই দায়ী। আগে যেহেতু আওয়ামী লীগ নেতারা বিভিন্ন সময়ে ছাত্রলীগের এসব সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দিয়েছেন তাই তারা দায়দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। ছাত্রলীগের বিভিন্ন গ্রুপের নেতাদের অভিযোগ হলো, আওয়ামী লীগ নেতারা উদ্যোগী হলে ছাত্রলীগের কমিটি সমস্যা এবং কোন্দল মিটিয়ে ফেলা সম্ভব, কিন্তু তাঁরা উদ্যোগী নন।

চট্টগ্রামে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কলেজ নিয়ন্ত্রণ করছে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সশস্ত্র ক্যাডাররা। ১৯৯০ সালের পর থেকে মহানগরীর ৩টি কলেজকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের ৩টি গ্রুপ প্রাধান্য বিস্তার করে। এগুলো হলো কমার্স কলেজে আ জ ম নাসির গ্রুপ, সিটি কলেজে মশিউর রহমান গ্রুপ এবং ওমরগনি এম ই এস কলেজে আইয়ুব-মামুন গ্রুপ। বছর দুই আগে আইয়ুবের সঙ্গে মামুনের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অতিসম্প্রতি ছাত্রলীগের সুবর্ণজয়ন্তীকে উপলক্ষ করে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের উদ্যোগে লালদীঘি ময়দানে ছাত্রলীগের 'মিলনমেলা' নামে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান হয়। এই মিলনমেলার আগে মহানগর আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য আ জ ম নাসিরের নেতৃত্বাধীন কমার্স কলেজ গ্রুপের সঙ্গে সিটি কলেজ গ্রুপের নেতাদের এক বৈঠকে নিজেদের মধ্যেকার বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে আপাত ঐকমত্য হয়। এ বৈঠকে সাবেক জাতীয় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা, মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান (বছরখানেক আগে তিনি ছাত্রলীগ থেকে পদত্যাগ করেন), সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা আইয়ুব আলীসহ সিটি করপোরেশনের কয়েকজন ওয়ার্ড কমিশনার উপস্থিত ছিলেন বলে ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়।

তবে এ বৈঠক ও মিলনমেলায় ওমরগনি এম ই এস কলেজ ছাত্রলীগের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি বলে ঐ কলেজ ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন। এরও প্রায় দুমাস আগে কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যার যার এলাকায় ছাত্রলীগের কমিটি করার জন্য। সে মোতাবেক সিটি আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা কিছুটা করেন। কিন্তু সম্প্রতি কমার্স কলেজ ও সিটি কলেজ গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আবার নতুন মেরুকরণ সৃষ্টি করে। এ পটভূমিতেই তিন খুনের মামলায় আইউব আসামি হয়।

সিটি কলেজ-কমার্স কলেজ এবং এম ই এস কলেজভিত্তিক ছাত্রলীগের গ্রুপগুলোর নেতারা পরস্পরের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস ও আদর্শহীনতার অভিযোগ করে থাকেন। এম ই এস কলেজ ছাত্রলীগ নেতাদের অভিযোগ, 'মিলনমেলা'র উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বিএনপির এক সাংসদ ও সন্ত্রাসী নাসিরের যোগাযোগ রয়েছে। ব্যবসায়িক স্বার্থে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের জন্যই তারা ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের খুন করিয়েছে জামাত-শিবির ক্যাডারদের দ্বারা। কিন্তু এর প্রতিবাদ করেছেন আ জ ম নাসির গ্রুপের ছাত্রলীগ নেতারা। তারা উল্টো এম ই এস কলেজ ছাত্রলীগ নেতাদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, অপহরণ ও অছাত্রত্বের অভিযোগ তুলেছেন।

সূত্রমতে, এম ই এস কলেজভিত্তিক ছাত্রলীগের গ্রুপটিকে স্বীয় স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছেন কয়েকজন অসৎ রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ী। কমার্স কলেজভিত্তিক যে সংগঠন, তাদের অর্থের মূল উৎস চাঁদাবাজি এবং অস্ত্র আসে বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। অপরদিকে সিটি কলেজের বর্তমান যে সভাপতি রয়েছেন তার বিরুদ্ধেও সন্ত্রাস ও অস্ত্র আইনে কয়েকটি মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

ছাত্রলীগের নামে যারা নগরীতে চাঁদাবাজি চালাচ্ছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের ভূমিকাও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তার বক্তব্য হলো, আমরা সবই জানি, কিন্তু এদেরকে ধরে কি মরবো নাকি? আমাদেরও প্রাণের মায়া ও চাকরির মায়া আছে।

চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্পর্কে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির এক সহসভাপতি (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) ভোরের কাগজ-এর সঙ্গে আলাপকালে বলেন, এবার লালদীঘি মাঠে যে মিলনমেলা হয়েছে তা '৭৫-পরবর্তী সময়ে আর কখনো হয়নি। তবে এবার একটি কমিটি করার সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী অছাত্র, ২৭ বছরের ওপরে এবং বিবাহিত কাউকে নেওয়া হবে না। চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের রাজনীতিতে সন্ত্রাসীদের অপতৎপরতার ব্যাপারেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আমরা চেষ্টা করছি একটি সুস্থ ধারার ছাত্ররাজনীতি প্রবর্তন করতে। তিনি বলেন, ছাত্রনেতারা হাতে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রাইভেট গাড়িতে চড়ে বেড়াবে তা আমরা চাই না।